ভোরের কাগজ

তারিখ 16 JAN ৯৩ ইং ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানানো হবে

মিছিল করে ঢা.বিতে কাল কাজ শুরু করছে শিবির

কাগজ প্রতিবেদক : আগামীকাল শুক্রবার ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে মিছিল করার মধ্য দিয়ে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন হিসেবে পরিচিত ইসলামী ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করতে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এদিকে ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরের কর্মকাণ্ড শুরুর প্রচেষ্টা যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করার ঘোষণা করেছে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো। ছাত্র সংগঠনসমূহের এ ঘোষণার ফলে শুক্রবার ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের কর্মকাণ্ড শুরুর প্রচেষ্টার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ জামাতপন্থী শিক্ষকদের একটি অংশের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে বলে জানা যায়।

ক্যাম্পাসে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রগুলো আগামীকাল ছাত্র শিবিরের মিছিল কর্মসূচির বিষয়ে সরকারের উর্ধ্বতন মহলকে অবহিত করেছে বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো শুক্রবার ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করবে এবং সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে এর মাধ্যমে।

ছাত্রদল ব্যতীত অন্য সকল ছাত্রসংগঠন ইতিমধ্যেই শিবিরের কর্মকাণ্ড শুরুর যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে মিছিল সমাবেশও অনুষ্ঠিত করেছে।

ছাত্রদল নেতারা অবশ্য বলেছেন, তারা সাধারণ ছাত্রদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করেই সব কিছু করবেন। ছাত্রদের সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো কিছুকে তারা সমর্থন করবেন না।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

মিছিল করে ঢা.বিতে কাল কাজ

● শেষের পাতার পর

ছাত্রদলের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা ক্যাম্পাসে শিবিরের কর্মকাণ্ড শুরুর তীব্র প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ব্যাপারে এ নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন বলেও অনেক কর্মী জানিয়েছেন।

এদিকে ছাত্র শিবিরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নেতা জানান, ভর্তিচ্ছুদের স্বাগত জানানোর জন্য মিছিল করার বিষয়ে আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত হলেও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

প্রসঙ্গত ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এক সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সেই থেকে ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কখনো আর প্রকাশ্যে তাদের কর্মকাণ্ড চালায়নি। তবে বিভিন্ন হলে তাদের শতাধিক ক্যাডার ভিত্তিক কর্মী এবং সাথী রয়েছে বলে জানা যায়।

ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, খুনি শিবিরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে কোনোরূপ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না। প্রকাশ্যে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চাইলে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে।

ছাত্রলীগ নেতা শুভ গোপাল সেনের হত্যাকারীদের বিচার ও আওয়ামী লীগের আজকের অর্ধদিবসের হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশ থেকে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণা দেন। সমাবেশ শেষে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, ক্যাম্পাসে শিবির প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চাইলে তা প্রতিহত করা হবে। এ ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সহযোগিতা চেয়েছেন। উপাচার্য তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত এ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মজরুল ইসলাম বাবু, আমিনুল ইসলাম, এ কে এম আজিম, খলিলুর রহমান, মোর্শেদুজ্জামান সেলিম, লুৎফুন্নাহার মুন্নী, হেমায়েতউদ্দীন হিমু, সুজন, রাসেল, সাইদ, রূপক, আশরাফ, বাবলু, ফজলু, আজিজ, ওবায়েদ, হাফিজ প্রমুখ।